পূর্বকথা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বোত্তম রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

প্রিয় পাঠক, আপনার অনুভব-অনুভূতির অঙ্গনে যদি আশা-আকাঙ্ক্ষার শুভচিন্তা লালন করতে পারেন, তাহলে তা আপনাকে আজীবন আল্লাহর রহমতের আনন্দে প্রফুল্ল রাখবে। যদি আশা ও ভরসার ডানায় ভর করে আপনার বোধকে সজীব রাখতে পারেন, তাহলে তা যুগ যুগ ধরে আপনার পিপাসিত হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাবে। আশা করি এ বইটি আপনার সামনে এক কল্যাণের জগৎ উন্মোচন করে দিতে পারবে, যেখানে মৌ মৌ করবে বসন্তের সৌরভ। যার মাটি কখনো রুক্ষ হয় না। অনুর্বর হয় না। আর সেখানে কখনো মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু বইবে না।

আমি আপনার সঙ্গে অভিনয় করছি না; বরং নতুনভাবে কুরআন ও সুন্নাহ পাঠের প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছি। আমি চেষ্টা করব জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে। আপনার মনের এবং ভাবনার সবকিছুই এই বইয়ে পাবেন। এর একটি শব্দও আপনাকে নিরাশ করবে না ইনশাআল্লাহ।

এই বইয়ে চিত্রিত হয়েছে কুরআন ও হাদিসের নির্যাস। আর বাস্তবতা এবং অনুভূতির মিশেলে স্থান পেয়েছে ওহির বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমাদের অধিকাংশের জীবনেই ওহির মৌলিক অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত নয়। এই উম্মাহ যদি আবার এককভাবে এবং সামগ্রিকভাবে ওহির আবেদনের দিকে ফিরে এসে হৃদয় ও অনুভূতিতে ওহির চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারা ওহির বৃষ্টিতে সিক্ত থাকবে।

—ড. মাশআল ফালাহি
সৌদি আরব

গল্পটি 'ভাঙা পাত্রের'

এক ব্যক্তির বড় বড় দুটি পাত্র ছিল, যেগুলো দিয়ে সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পানি আনা-নেওয়া করত। একটি পাত্র ছিল ভাঙা। প্রতিবার গন্তব্যে পৌঁছতে পৌঁছতে ভাঙা পাত্রের অর্ধেক পানি পথেই পড়ে যেত। এভাবেই চলছিল তার দিনকাল। ভাঙা পাত্র থেকে পানি পড়ে যাওয়ার কারণে এবং প্রতিবার তার পরিশ্রম বৃথা যাওয়ার কারণে সে মনে মনে কষ্ট পেত। কিন্তু পানি আনা-নেওয়ার এই কাজ শেষ হওয়ার পর লোকটি হঠাৎ একদিন দেখতে পেল, সে যে পথ দিয়ে পানি আনা-নেওয়া করত সেই পথটি সবুজ-শ্যামল আর ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে আছে।

এখান থেকে শিক্ষা : অভিযোগ-অনুযোগ করেই যেন আমরা আমাদের জীবন শেষ না করে ফেলি, দুঃখদুর্দশা আর জীবনের সংকীর্ণ অঙ্গনেই যেন আমাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ না রাখি। আমাদের উচিত, জীবনের এই সংকীর্ণ অঙ্গন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আশা ও প্রত্যাশার বিস্তৃত অঙ্গনে দৃষ্টি দেওয়া। যেন আমরা অচিরেই আশার এক আলো ঝলমলে জীবনের দেখা পাই।

যে জীবন আপনাকে অতিষ্ঠ করেছে, যে ক্ষুধা আপনাকে ক্লান্ত করেছে, যে রোগ-ব্যাধি আপনাকে ঘিরে রেখেছে, সেগুলো ওই ভাঙা পাত্রের মতো, যা সবসময় গল্পের সেই ব্যক্তিকে কষ্ট দিচ্ছিল এবং ব্যর্থতা ও হতাশার সাগরে ডুবিয়ে রেখেছিল। পরিশেষে জীবনের এই দুঃখদুর্দশা আর ক্ষুৎপিপাসার বিনিময়ে পরকালে আল্লাহ আপনার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং আপনার ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> মুমিনের জীবনে ধারাবাহিক বিপদ থাকা মানে, সে যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তার কোনো পাপ থাকবে না।

[*সুনানুদ দারিমি*, ২৮২৫; *আয-যুহদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৯৪]

সুতরাং আপনার জীবনে যে বিপদ আসবে এবং যে সংকট আপনার প্রতিদিনের

সঙ্গী তা মূলত আপনার গুনাহ মাফের জন্য। আপনাকে পবিত্র করার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> মুসলিম ব্যক্তি যদি কোনো দুশ্চিন্তা, দুর্দশা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হয় এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়, এ সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। [সহিহ বুখারি, ৫৬৪১; সহিহ মুসলিম, ২৫৭৩]

মুমিনের জীবনে প্রতিটি বাধার বিপরীতেই রয়েছে একটি সফলতার হাতছানি। প্রতিটি ভুল ও ব্যর্থতার পরেই রয়েছে শুদ্ধতা ও সফলতার এক বিস্তৃত অঙ্গন। সুতরাং জীবনে চলার পথে আপনি যে ব্যর্থতা ও হতাশার শিকার হন তা যেন আপনার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে না রাখে।

জীবনের জন্য এই পাঠ গ্রহণ করুন; ভুলের পরেই আসে শুদ্ধতা। ব্যর্থতার পরেই আসে গৌরবমণ্ডিত সফলতা। প্রত্যেক দুঃখের পরেই রয়েছে সুখ। প্রত্যেক হতাশার পরেই রয়েছে আশা ও প্রত্যাশার হাতছানি। অপমান-অপদস্থতার পরেই রয়েছে মর্যাদা ও সম্মানের চাদরে মোড়া সুখময় এক অনুভূতি।

অতএব, চলার পথে যত বাধাই আসুক হতাশ হবেন না। বিপদ-দুর্দশায় শঙ্কিত হবেন না। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ভেঙে পড়বেন না। আপনার সঙ্গে যা-কিছু ঘটছে তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা বের করে আনার চেষ্টা করুন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করুন। অচিরেই আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি এমন এক জীবনে পদার্পণ করবেন যা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনকে আনন্দিত ও আলোকিত করে তুলবে।

বলুন আল্লাহ এক

একত্ববাদকে অনুভব করুন। একত্ববাদের অর্থ ও মর্ম জানার চেষ্টা করুন। আপনার হৃদয় ও অনুভূতিকে একত্ববাদের চেতনায় জাগিয়ে তুলুন। একত্ববাদের চেতনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করুন। একত্ববাদের অর্থ ও মর্মকে ভালোভাবে জানুন। দেখবেন আপনার অনুভূতি তখন কেমন হয়! আপনার কাছে মনে হবে যেন আপনার নবজন্ম হয়েছে। আপনি এমন এক জীবনের প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে দেখতে পাবেন, যা কখনো হারানোর নয়।

গভীরভাবে ভাবুন, আপনার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আপনাকে প্রতিনিয়ত রিজিক দেন, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, আপনার জীবনের কষ্টকে লাঘব করে দেন এবং বিভিন্ন কল্যাণের কাজে আপনাকে নিয়োজিত করে রাখেন। আপনাকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন, সত্য-সরল পথে চলতে তিনিই আপনাকে সাহায্য করেন। সর্বোপরি তিনিই সব জায়গায় আপনাকে নিরাপত্তা দান করেন।

ভাবুন তো, সৃষ্টিজগতের একটি কণার ওপরও এই সমগ্র সৃষ্টিজগতের কারও কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তাআলা একাই এর যাবতীয় ঘটনা, এর সমূহ গল্প লেখেন এবং সবসময় সে অনুযায়ী পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে নিজের ব্যাপারে বলেন,

তিনি প্রত্যহ এককোটি শানে থাকেন। [সুরা রহমান, ২৯]

আল্লাহ এক, তিনি আপনাকে একত্ববাদের অনুসারীরূপেই পেতে চান। একাধিক উপাস্যের অনুসারীরূপে দেখতে চান না। বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীকে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি শুধু তার জন্যই আপনাকে পেতে চান, আপনার সব আশা-প্রত্যাশাই তিনি নির্ধারিত সময়ে পূরণ করবেন।

আল্লাহ এক, তিনি আপনার হৃদয়, অনুভব-অনুভূতি, অন্তরের গোপন ইচ্ছা-সহ যাবতীয় বিষয় এককভাবে তার জন্যই উৎসর্গিত দেখতে চান। এর

বিনিময়ে অচিরেই তিনি আপনাকে সবকিছু দান করবেন। যেহেতু তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাই আপনার হৃদয় দ্বিতীয় কারও উপাসনা করে ব্যর্থ হবে এই অধিকার নেই। আপনার আত্মা কোনো মরীচিকার পেছনে ছুটে তৃষ্ণার্ত হবে সে অধিকারও নেই। কারণ আপনার জীবনসঞ্জীবনী তো একত্ববাদের ঝরনার মাঝেই বিদ্যমান।

আপনার কাছে তো সবকিছুই আছে। সুতরাং হৃদয়-আত্মা ও অনুভূতির প্ররোচনায় আপনি কেন প্ররোচিত হবেন।

আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তো জানলেন। এবার শুনুন আল্লাহ যে অমুখাপেক্ষী সে সম্পর্কে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তার মুখাপেক্ষী। বিপদে-আপদে সবাই মনে মনে তাকেই ডাকতে থাকে, পৃথিবী তারই অনুগ্রহের কাঙাল হয়ে ওঠে। সুতরাং জীবনের জন্য এই পাঠ গ্রহণ করুন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, কোনো প্রতিপালক নেই, বিশ্বজগতের প্রয়োজন পূরণে তিনি ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই।

রাতের গভীরে, দূরের সফরে, সংকটপূর্ণ মুহূর্তে কিংবা দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে যখনই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন, তখনই আপনার হৃদয়বীণার তারে তাঁর সাহায্যের ঝংকার শুনতে পাবেন। জীবনে তখন এক নতুন বসন্তের অনুভূতি লাভ করবেন।

ভবিষ্যতের ব্যাপারে শঙ্কিত হবেন না। আশা পূরণ না হওয়ায় হতাশ হবেন না। কবে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এই চিন্তায় নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলবেন না। আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারেন এই বিশ্বাস রাখুন। অচিরেই তিনি আপনাকে সবকিছু দেবেন। আপনার সব প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে পরিণত করবেন। কখনই কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং সবসময় অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখুন।

হে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, জেনে রাখুন আত্মবিশ্বাসের নামই জীবন। যেহেতু আপনি জানেন যে, সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর মালিকানায় এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা কখনো হয় না। সুতরাং দুশ্চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলুন। পথ ও পন্থা নির্ধারণ করে স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যান। পথের বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করুন। আর এই চূড়ায় পৌঁছতে হলে আপনাকে আশা ও ভরসার সিঁড়িতে আরোহণ করতে হবে।

আপনার আগামী দিনগুলো অনেক সুন্দর

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন ওহি আসা শেষ হলো, শত্রুরা তখন খারাপ ব্যবহার করা শুরু করল। বিভিন্ন কটুকথা বলে তারা নবীজিকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কখন জিবরিল আমিন আসবেন, সেই অপেক্ষায় অস্থির সময় যেতে থাকল। অবশেষে ওহি এলো। দুঃখকষ্ট ও অপমানের দিন ঘুচল। আল্লাহ তাআলা উত্তমভাবে মহিমান্বিত শব্দে তাঁর প্রিয় রাসুলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

> (হে রাসুল) শপথ চড়তি দিনের আলোর, এবং রাতের; যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। নিশ্চয় পরবর্তী অবস্থা তোমার পক্ষে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা উত্তম। দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশি হয়ে যাবে। [সুরা দুহা, ১-৫]

কে আপনাকে বলে যে আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন? কে বলে, আপনি একা, আপনার রব আপনার সঙ্গে নেই? কে আপনাকে নিরাশ ও নিঃসম্বল করতে চায়? কে আপনাকে এসব অশুভ প্রলাপে ভয় দেখাতে চায়? কারা আপনার হৃদয়ে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার বীজ বুনে দিতে চেষ্টা করে? আপনি বরং বাস্তবতায় বিশ্বাস রাখুন। আপনি অটল ও অবিচল থাকুন এবং আপনার হৃদয় ও অনুভবের জগৎ জাগিয়ে রাখুন এই আশ্বাসে যে, 'আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও নন।' তিনি আপনাকে নিঃসঙ্গ করেননি এবং আপনাকে দূরেও সরিয়ে দেননি। বরং তিনি এখনো আপনাকে ভালোবাসেন, আপনার সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব তিনিই রক্ষা করবেন।

আপনি বিশ্বাস রাখুন, 'নিশ্চয় পরবর্তী অবস্থা আপনার পক্ষে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা উত্তম।' আপনার পরবর্তী জীবন পূর্বের চেয়ে সুন্দর ও প্রতিদানপূর্ণ।

আপনার জীবনের অনাগত দিনগুলো আপনার বিগত সময়ের চেয়ে উত্তম ও সাফল্যঘেরা। যা আজও আসেনি, যা এখনো ভবিষ্যৎ তা আপনার অতীত ও প্রাপ্তির থেকে মহান নিশ্চয়। যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি আপনার সামনে অপেক্ষা করছে, তা আপনার পেছনের দুঃখ ও দুঃসহ যাতনার চেয়ে মনোরম ও মনোহর। এ তো আপনার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী পাওয়া, পরকালে তো এর চেয়ে অনেক ও বড় প্রাপ্তি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার যে স্বপ্ন এ জগতে পূর্ণতা পায়নি, আপনার যে সুখের দিন এ জগতে ধরা দেয়নি পরকালে তার সবটাই আপনার চোখের সামনে থাকবে। পরকালে সেসবের শুভ বাস্তবায়নে আপনি আনন্দিত এবং মুগ্ধ হবেন।

যার জন্য আপনার রাত-দিনের অপেক্ষা, যে স্বপ্নের বাস্তবায়নে আপনার রাত-দিনের সাধনা, একটু দেরিতে হলেও সে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা আপনার হাতের নাগালে আসবে। (দৃঢ়বিশ্বাস রাখুন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দেবেন যে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন।) আল্লাহ তাআলার দান ও প্রতিদান এতটা অসীম হবে যে, আপনি সন্তুষ্ট না হয়ে পারবেন না। আপনি এতটাই মুগ্ধ হবেন যে, পার্থিব জীবনে যত কষ্ট ও দুঃখ পেয়েছেন মুহূর্তে সব ভুলে যাবেন। আপনাকে তিনি এত দেবেন যে, আপনি বলে উঠবেন, আমি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি। আমি ইহকালের সব অপ্রাপ্তির কথা ভুলে গিয়েছি।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের কখনো ভুলে থাকেন না। তিনি তাদের খোঁজ রাখেন, তাদেরকে শক্তি দেন, তাওফিক দেন এবং সহযোগিতা করেন। যদি তারা বিপদে পড়ে, তখন তিনিই তাদের সঙ্গী হন, তাদের পাশে দাঁড়ান এবং তাদের সহযোগী হন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন, ফলে তারা নতুন জীবনে ফিরতে পারে।

সুরা দুহায় বর্ণিত সান্ত্বনাবাণী মূলত নবীজিকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে, তবে এ সান্ত্বনা তাদের সবার প্রতি, যারা রাসুলের নির্দেশিত পথে চলে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং পরকাল পর্যন্ত যারা তাঁর আদর্শের ওপর চলবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। [সুরা হজ, ৩৮]

হাদিসে কুদসিতে[১] আল্লাহ তাআলা বলেন,

> বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এভাবে একসময় আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। [*সহিহ বুখারি*, ৬৫০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইল আ.-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাসো। [*সহিহ বুখারি*, ৬০৪০]

আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন, সুতরাং বিশ্বাস রাখুন, আপনার ভবিষ্যৎ অতীতের দিনগুলো থেকে অনেক সুন্দর। যে দিনগুলো দুঃখকষ্ট ও কান্নায় কেটেছে তার চেয়ে আগত দিনগুলো শতগুণ সুন্দর ও সুশোভিত হবে। যে কষ্টের সময় ও তিক্ত দিনকাল আপনি কাটিয়েছেন, সামনে তা আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি নিয়ে আসবে। অতএব, দুশ্চিন্তা যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। আপনার হৃদয় যেন সংকীর্ণ না হয়ে পড়ে, আপনার অনুভূতি যেন সংকুচিত না হয়। বরং বিশ্বাস রাখুন, আপনার আগত জীবন সব অভিযোগের শেষ ও সমাপ্তি নিয়ে, সুন্দর ও উত্তম প্রতিদানের পসরা নিয়ে আসছে ইনশাআল্লাহ।

---

[১]. **হাদিসে কুদসি :** যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজস্ব, কিন্তু তার অর্থ, ভাব, মূল কথা আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।

আমি কি তোমার হৃদয় খুলে দিইনি?

যদি আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেন, তাহলে আপনার আর কীসের প্রয়োজন বলুন? আল্লাহ যদি আপনার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন, তাহলে দানের ফল্গুধারা সরাসরি সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। জীবন আপনার জন্য খুব তাড়াতাড়ি স্বাদ ও সৌন্দর্য বয়ে আনবে। আপনি জীবনের জন্য যত সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন চাহিদামতো তা পৌঁছে যাবে আপনার জীবনজগতে। যত দ্রুত একজন মানুষের মনে এই অনুভূতি অর্জিত হবে, তত দ্রুতই সে পরকালের নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

যদি আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয় খুলে দেন, তাহলে হৃদয়ে কোনো আক্ষেপ ও আফসোস থাকবে না। জীবনের প্রতি আপনি বিতৃষ্ণ হবেন না এবং পথে আপনার কোনো বাধা থাকবে না। আর যদি আপনার হৃদয় উন্মুক্ত না থাকে, তবে তা সংকীর্ণ হবে, দুনিয়া এসে জড়ো হবে আপনার দুচোখের সামনে। আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে, আপনার কাছে মনে হবে কেমন যেন সুঁইয়ের ছিদ্রের মতো ছোট্ট কোনো ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। যদি আল্লাহ আপনাকে সব দেন, কিন্তু জীবনের স্বাদ গ্রহণের এই পথ ও দুয়ার বন্ধ রাখেন, যদি আপনার মন আনন্দ বোঝার যাবতীয় অনুভূতি হারিয়ে বসে, বলুন তো, সেটা কেমন হবে? সে জীবনে সুখ কতটা, যখন আপনার সবই উন্মুক্ত আছে, কিন্তু আপনার মাথাভরতি দুশ্চিন্তা, হৃদয় ভারাক্রান্ত, দুঃসহ কষ্টে ও সংকীর্ণতায় আপনি যেন নরকবাসী? বন্ধ ও বন্ধ্যা মনের অসুখ নিয়ে সে জীবনে আপনি কী করে সুখের দেখা পাবেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোয় এসে গেছে (সে কি কঠোরহৃদয় ব্যক্তিদের মতো হতে পারে?)। হ্যাঁ, যাদের অন্তর কঠোর হওয়ায় আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ,

তাদের জন্য ধ্বংস। এরূপ লোক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। [সুরা যুমার, ২২]

অন্যত্র বলেন,

> আল্লাহ যাকে হেদায়েত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন, আর যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন (ফলে ঈমান আনা তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে যায়), যেন তাকে জোরপূর্বক আকাশে আরোহণ করতে হচ্ছে। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ এভাবেই তাদের ওপর (কুফরের) কালিমা লেপন করেন। [সুরা আনআম, ১২৫]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তাঁর যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। সবশেষে তিনি প্রিয়তম বন্ধুর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যার কারণে তাঁর অপ্রাপ্তি বলে আর কিছুই থাকেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> (হে রাসুল) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দিইনি? আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার, যা তোমার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।
>
> [সুরা ইনশিরাহ, ১-৪]

আল্লাহ তাআলা নবীজির হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছেন। তাঁর পথের বোঝা কমিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তার বিশ্বাস, কর্ম ও জীবনের মাঝে ভারসাম্য এনে দিয়েছেন, অবশেষে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয় উন্মোচিত করে শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। শত্রুরা তাঁর নামে অপবাদ ছড়িয়েছে, তাঁকে আঘাত করেছে, বিতাড়িত করেছে এবং অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু তিনি পরকালে প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় সবসময় সহনশীল ও সহিষ্ণু থেকেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয়কে কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন বলেই, তিনি জগতের কারও প্রতি হিংসাপরায়ণ হতেন না। ঘোরতর শত্রুর সামনে তাঁকে দেখা যেত ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপ্রবণ। তিনি তখনো তাদের অজুহাত গ্রহণ করতেন, তাদের অপরাধ ক্ষমা করতেন, যখন তার প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য আছে।